আইএফএসসি ব্যাঙ্কিং ইউনিটের উদ্বোধন করল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কলকাতা ঃ সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া 'গিফট' -এ তাদের আইএফএসসি ব্যাংকিং ইউনিটের উদ্বোধন করল বিশ্বমানের ব্যাংকিং উৎকর্ষের পথে এক পদক্ষেপ ; ভারতকে বিশ্বের সাথে সংযুক্ত করা। ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত, সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ছিল ভারতের প্রথম বাণিজ্যিক ব্যাংক যা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের মালিকানাধীন ও পরিচালিত। ব্যাংকটি গুজরাটের গান্ধীনগরের 'গুজরাট ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স টেক-সিটি' -তে তাদের আইএফএসসি ব্যাংকিং ইউনিট -এর উদ্বোধন করেছে। ব্যাংকের এমডি ও সিইও শ্রী কল্যাণ কুমার এই ইউনিটের উদ্বোধন করেন, যা বিশ্বজুড়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম বিস্তারের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।এই আইবিইউ ব্যাংকটির অফশোর ব্যাংকিং শাখা হিসেবে কাজ করবে। এটি বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং পরিষেবার একটি পূর্ণাঙ্গ সম্ভার;যেমন ক্রস-বর্ডার ব্যাংকিং সমাধান, বৈদেশিক মুদ্রায় আমানত, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং পরিষেবা এবং বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ সুবিধা;প্রদান করবে। পাশাপাশি, বিশ্বজুড়ে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সংস্থা এবং যোগ্য গ্রাহকদের জন্য ট্রেড ফাইন্যান্স, ট্রেজারি এবং করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সুবিধাও প্রদান করা হবে।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমডি ও সিইও বিশ্ব আর্থিক বাজারের সাথে ভারতের ক্রমবর্ধমান একীকরণকে সহায়তা করার এবং ব্যাংকের বর্তমান ও সম্ভাব্য গ্রাহকদের আন্তর্জাতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণে সেবাদানের বিষয়ে ব্যাংকের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। এর মাধ্যমে 'গিফট সিটি'-কে একটি শীর্ষস্থানীয় বৈশ্বিক আর্থিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জাতীয় লক্ষ্যের সাথেও ব্যাংকটি একাত্মতা প্রকাশ করছে।

পূর্ব রেল হাওড়া , নাটেসার , হাওড়া 'শ্রাবণী মেলা স্পেশাল' ট্রেন চালাবে

কলকাতা ঃ দেওঘরের বৈদ্যনাথ ধাম মন্দিরে আয়োজিত 'শ্রাবণী মেলা' সারা দেশের শিব ভক্তদের কাছে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এই শুভ উপলক্ষ্যে অগণিত তীর্থযাত্রী জসিডি ও দেওঘর এলাকায় সমবেত হন এবং যাতায়াতের সবচেয়ে নিরাপদ ও দ্রুত মাধ্যম হিসেবে তাঁরা রেলপথকেই বেছে নেন। যাত্রীদের সুবিধার্থে, পূর্ব রেল আসন্ন শ্রাবণী মেলা চলাকালীন হাওড়া ও নাটেসারের মধ্যে একটি 'শ্রাবণী মেলা স্পেশাল' ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।০৩০০১ হাওড়া , নাটেসার শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেনটি ৫ জুলাই ২০২৬ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি রবিবার, মঙ্গলবার ও শুক্রবার (মোট ৩৮টি ট্রিপ) রাত ১১:৫০-এ হাওড়া থেকে ছাড়বে এবং পরদিন দুপুর ১২:০০টায় নাটেসার পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ০৩০০২ নাটেসার , হাওড়া শ্রাবণী মেলা স্পেশাল ট্রেনটি ৬ জুলাই ২০২৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি সোমবার, বুধবার ও শনিবার (মোট ৩৮টি ট্রিপ) দুপুর ১:০০টায় নাটেসার থেকে ছাড়বে এবং পরদিন ভোর ৪:৩০-এ হাওড়া পৌঁছাবে।যাত্রাপথে ট্রেনটি উভয় দিকেই ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জসিডি, ঝাঝা, জামুই, কিউল, শেখপুরা, আস্থাওয়ান, বিহার শরিফ, নালন্দা এবং রাজগির স্টেশনে থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি , স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরার ব্যবস্থা থাকবে।উপরোক্ত বিশেষ ট্রেনটির বুকিং শুরুর তারিখ শীঘ্রই জানানো হবে।

প্রথম সেলের সাফল্যের পর ফের নোভা ২ নিই ও প্রো

শিলিগুড়ি: ২৬ শে জুন ফ্লিপকার্টে প্রথম সেলেই সম্পূর্ণ বিক্রি হওয়ার পর এআই প্লাস স্মার্টফোন তাদের সদ্য লঞ্চ হওয়া নোভা ২ নিও এবং নোভা ২ প্রো-এর পরবর্তী বিক্রির ঘোষণা করেছে। গত ২২ শে জুন ক্ষ্মইন্ডিয়া গট নভা ক্ষ্ম-তে আয়োজিত ব্র্যান্ডের ফ্ল্যাগশিপ লঞ্চ ইভেন্টে স্মার্টফোন দুটি উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জনপ্রিয় গ্যাজেট বিশেষজ্ঞ রাজীব মাখনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৌতুকশিল্পী ও ইউটিউবার সময় রায়না এবং এআই প্লাস স্মার্টফোন-এর সিইও মাধব শেঠ। এছাড়াও দেশের শীর্ষ প্রযুক্তি নির্মাতা, রিভিউয়ার, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা এবং সাধারণ গ্রাহকরা এআই প্লাস স্মার্টফোন ওপেন রিভিউ প্রোগ্রাম-এর অংশ হিসেবে যোগ দেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্বচ্ছতা এবং কমিউনিটি-নির্ভর পণ্য উন্নয়নের প্রতি নিজেদের প্রতিশ্রুতি আরও একবার তুলে ধরেছে সংস্থাটি। ৩০ শে জুন দুপুর ১২টা থেকে ফ্লিপকার্টে ফের শুরু হচ্ছে এআই প্লাস স্মার্টফোন -এর নোভা ২ নিও এবং নোভা ২ প্রো-এর বিক্রি। প্রথমবার ৫জি ব্যবহারকারী এবং প্রতিদিনের নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স খোঁজা গ্রাহকদের জন্য তৈরি এই দুই স্মার্টফোনে রয়েছে অ্যান্ড্রয়েড ১৬-ভিত্তিক নেক্সট কোয়ান্টাম ওএস, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি এবং নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স। এআই প্লাস স্মার্টফোন -এর সিইও মাধব শেঠ বলেন, প্রথম সেলেই দুটি ফোন সোল্ড আউট হওয়া গ্রাহকদের আস্থার প্রমাণ। তিনি জানান, নোভা২ ও নোভা ২ আলট্রা -এর পর এবারও নোভা সিরিজ দারুণ সাড়া পেয়েছে। নোভা ২ নিও -তে রয়েছে মিডিয়াটেক ডায়মেনসিটি ৬৩০০ ৫জি, ১২০ হার্টজ এইচডিপ্লাস ডিসপ্লে ও ৬,০০০ এমএএইচ ব্যাটারি। নোভা ২ প্রো-তে রয়েছে মিডিয়াটেক ডায়মেনসিটি ৭১০০ ও ১৪৪ হার্টজ এফএইচডি প্লাস ডিসপ্লে। দুটি ফোনেই ৪৮ এমপি সোনি আইএমএক্স ক্যামেরা, ফাস্ট চার্জিং এবং প্রিমিয়াম ডিজাইন রয়েছে। সংস্থার দাবি, নোভা ২ নিও ও নোভা ২ প্রো-এর সফল আত্মপ্রকাশ নোভা সিরিজ -এর জনপ্রিয়তাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফের নতুন ১০ বছরের কভার

শিলিগুড়ি: হোম লোন, বিজনেস লোন ও সন্তানের পড়াশোনার মতো নির্দিষ্ট আর্থিক দায়বদ্ধতা থাকা গ্রাহকদের জন্য ১০ বছরের জীবনবিমা সুরক্ষা-সহ নতুন পরিকল্পনা তআইসিআইসিআই প্রু আইপ্রটেক্ট স্মার্ট প্লাসদ চালু করেছে আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স। এবিষয়ে আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চিফ প্রোডাক্ট অফিসার বিকাশ গুপ্তা বলেন, ত্বাড়ি কেনা, ব্যবসা শুরু করা বা সন্তানের শিক্ষার মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক লক্ষ্য নির্দিষ্ট সময়সীমার সঙ্গে জড়িত। তআইসিআইসিআই প্রু আইপ্রটেক্ট স্মার্ট প্লাসদ সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গ্রাহকদের আর্থিক দায়বদ্ধতা সুরক্ষিত রাখতে এবং তাঁদের পরিবারের আর্থিক ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি, এই উদ্যোগ ভারতে বিমার প্রসার বাড়াতে এবং 'ইন্সুরেন্স ফর অল বাই ২০৪৭' লক্ষ্য পূরণেও সহায়ক হবে।দ এই পরিকল্পনার অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হল, পুরো ১০ বছরের পলিসির মেয়াদে জীবনবিমার কভারের পরিমাণ একই থাকবে। ফলে পরিবারের সদস্যরা সম্পূর্ণ বিমার অর্থ পাবেন, যা ঋণ পরিশোধের পাশাপাশি অন্যান্য আর্থিক প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্য পূরণেও কাজে লাগবে।এই নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স তাদের সুরক্ষা-ভিত্তিক বিমা পণ্যের পরিসর আরও বাড়ালো। এর উদ্দেশ্য, ব্যক্তি ও পরিবারকে আরও বেশি আর্থিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রদান করা।

বর্ষাকালে সাপের কামড় মোকাবিলায় '৪এ' কৌশল বাস্তবায়ন করছে বিএসভি

কৃষ্ণনগর: ভারতজুড়ে বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ এলাকায় সাপের কামড়ের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বাড়তে থাকে, যা প্রায়শই উপেক্ষিত হলেও একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমস্যা। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ম্যানকাইন্ড গ্রুপের সংস্থা বিএসভি, যা গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে উচ্চমানের অ্যান্টি-স্নেক ভেনম (এএসভি) উৎপাদনে দেশের অন্যতম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান, দেশব্যাপী সাপের কামড়ের ঝুঁকি মোকাবিলায় একটি সমন্বিত '৪এ' ফ্রেমওয়ার্ক চালু করে তাদের উদ্যোগ আরও জোরদার করেছে।এই '৪এ' ফ্রেমওয়ার্ক চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে তৈরি; সচেতনতা, চিকিৎসা পরিষেবায় দ্রুত পৌঁছনো,মানসম্পন্ন অ্যান্টি-স্নেক ভেনমের সহজলভ্যতা এবং সময়মতো সঠিক চিকিৎসা প্রদান। এর লক্ষ্য সাপের কামড় প্রতিরোধ, দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করা এবং রোগীর সুস্থতার হার বাড়ানো।বিএসভি-এর প্রধান অগ্রাধিকার হল দীর্ঘদিনের কুসংস্কার দূর করে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত প্রাথমিক চিকিৎসা ও সঠিক চিকিৎসা সম্পর্কে গ্রামীণ মানুষকে সচেতন করা। পাশাপাশি, নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকায় মানসম্পন্ন অ্যান্টি-স্নেক ভেনম (এএসভি)-এর পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা শুরু করলে মৃত্যুর ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো যায় এবং পক্ষাঘাত (নিউরোটক্সিসিটি), রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা (কোয়াগুলোপ্যাথি), তীব্র কিডনি বিকল হওয়া, একাধিক অঙ্গ বিকল হওয়া এবং মৃত্যুর মতো গুরুতর জটিলতা প্রতিরোধ করা সম্ভব।এ প্রসঙ্গে বিএসভি-এর ইন্ডিয়া বিজনেসের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা শিবানি শর্মা ডেকা বলেন, ক্ষ্মঅ্যান্টি-স্নেক ভেনমের ক্ষেত্রে বাজারের অন্যতম শীর্ষ সংস্থা হিসেবে বিএসভি দীর্ঘদিন ধরে বৈজ্ঞানিকভাবে উন্নত, উচ্চমানের এবং কার্যকর চিকিৎসা প্রদান করে আসছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সাপের কামড়কে 'নোটিফায়েবল ডিজিজ' হিসেবে ঘোষণা করা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর ফলে তথ্য সংগ্রহের ঘাটতি দূর হবে, অ্যান্টি-স্নেক ভেনমের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত হবে এবং দেশজুড়ে আরও শক্তিশালী নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তবে ২০৩০ সালের মধ্যে সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য পূরণে মাঠপর্যায়ে আরও কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন। এর জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রত্যন্ত এলাকায় চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষকে সঠিক প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে শিক্ষিত করা অত্যন্ত জরুরি। একটি দায়িত্বশীল সংস্থা হিসেবে বিএসভি ভবিষ্যতেও জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারের নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন (এসটিজিএস) অনুসরণ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।এ প্রসঙ্গে শান্তিপুর সরকারি হাসপাতালের এমবিবিএস, এমডি চিকিৎসক ডা. অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন,ভারতে সাপের কামড় এখনও একটি বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রতি বছর প্রায় ৫৮ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় সাপের কামড়ে, যা বিশ্বে এই কারণে হওয়া মোট মৃত্যুর প্রায় অর্ধেক। চিকিৎসা পেতে প্রতিটি মিনিটের দেরি আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়। তাই ঘটনাস্থলে দ্রুত সাপের কামড় শনাক্ত করা এবং দ্রুত চিকিৎসা শুরু করার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা কমানো অত্যন্ত জরুরি। কুসংস্কার দূর করতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রত্যন্ত এলাকায় জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে গুরুতর স্বাস্থ্য জটিলতা রোধ করা এবং হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব।ভারতে সাপের কামড়জনিত সমস্যা মোকাবিলায় সাধারণ মানুষ, স্বাস্থ্যকর্মী, নীতিনির্ধারক এবং শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত প্রয়োজন। গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করা, নজরদারি ব্যবস্থা উন্নত করা এবং অ্যান্টি-স্নেক ভেনম (এএসভি)-এর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। ২০৩০ সালের মধ্যে সাপের কামড়ে মৃত্যুহার অর্ধেকে নামিয়ে আনার বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জন এবং ভারতে এই সংকট মোকাবিলা অনেকটাই নির্ভর করবে গ্রামীণ এলাকায় সাপের কামড়ের ঘটনা থেকে শুরু করে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার মধ্যে থাকা ব্যবধান কমানোর ওপর। তাই প্রতিটি সাপের কামড়ের শিকার যেন সময়মতো, সঠিক ও জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা পান, সেটিই সব ধরনের উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ট্রেসেবিলিটি খাদ্যের প্রতি আস্থা তৈরি করছে

কলকাতা: বেশিরভাগ মানুষ খাদ্য কেনার আগে এর দাম এবং মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ পরীক্ষা করেন, কিন্তু এটি কোথা থেকে আসে তা খুব কম মানুষই জানেন। ফার্ম টু ফর্ক ট্রেসেবিলিটি সেই পরিস্থিতি বদলে দিচ্ছে। আসলে, পিডবলুসি ইন্ডিয়ার একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৮৪শতাংশ ভোক্তা খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, এবং তাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি তাদের খাদ্যের ট্রেসেবিলিটি নিয়েও উদ্বিগ্ন। ফার্ম টু ফর্ক ট্রেসেবিলিটি খাদ্যকে যে খামার থেকে সংগ্রহ করা হয় সেখান থেকে রান্নাঘরে পৌঁছানো পর্যন্ত ট্র্যাক করার সুযোগ দেয়। এর অর্থ হলো গুণমানের উপর আরও ভালো নিয়ন্ত্রণ, আরও নিরাপদ পরিচালনা এবং প্রক্রিয়ার মধ্যে কম অজানা বিষয়। আজকের পরিবারগুলোর জন্য, এই স্বচ্ছতা তাদের প্রতিদিন কী রান্না করবেন এবং পরিবেশন করবেন সে বিষয়ে আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করছে।তআজ, ভোক্তারা তাদের বাড়িতে নিয়ে আসা খাদ্য সম্পর্কে আরও বেশি নিশ্চয়তা খুঁজছেন, এবং এটি কোথা থেকে আসে তা জানা সেই আস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফার্ম টু ফর্ক ট্রেসেবিলিটি খাদ্য মূল্য শৃঙ্খল জুড়ে প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত দৃশ্যমানতা প্রদান করে, যা উৎস সংগ্রহ, পরিচালনা এবং গুণমানের উপর আরও ভালো নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। গদরেজ ফুডস-এ, আমরা প্রতিটি পর্যায়ে এই দৃশ্যমানতা বজায় রাখতে ফার্ম টু ফর্ক পদ্ধতি অনুসরণ করি, যা আমাদের ধারাবাহিক গুণমানের মান নিশ্চিত করতে এবং ভোক্তারা বিশ্বাস করতে পারেন এমন পণ্য সরবরাহ করতে সাহায্য করে,দ বলেছেন গদরেজ ফুডস-এর মার্কেটিং অ্যান্ড ইনোভেশন বিভাগের প্রধান অনুশ্রী দেওয়েন।

চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

Chola — Enter a better life

'চোলা ক্রেস্ট', সি৫৪-৫৫ ও সুপার বি-৪, থিরু-ভি-কা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গুইন্ডি, চেন্নাই - ৬০০ ০৩২। টেলিফোন: ০৪৪ ৪০৯০ ৭১৭২, টোল-ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ১০২ ৪৫৬৫
ইমেল: customercare@chola.murugappa.com, ওয়েবসাইট: www.cholamandalam.com
CIN- L65993TN1978PLC007576

'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (সংক্ষেপে 'সারফেসি আইন')-এর বিধান এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর ৯(১) নম্বর বিধির (বিধি ৮ ও ৯) অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলামের বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা হয়েছিল এবং 'চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড'-এর অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক এগুলির প্রতীকী দখল গ্রহণ করা হয়েছে। (এখানে এবং পরবর্তী অংশে কোম্পানিটিকে 'চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড' হিসেবে উল্লেখ করা হবে)। সুরক্ষিত সম্পদগুলি ই-নিলামের মাধ্যমে 'যেমন আছে, যেখানে আছে', 'যেমন আছে, যা আছে' এবং 'যা কিছু আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, আমরা একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সর্বজনীন ই-নিলাম পরিচালনা করতে যাচ্ছি। সুরক্ষিত সম্পদটি এমন একজন আগ্রহী ক্রেতার কাছে বিক্রি করা হবে যিনি সর্বোচ্চ দর বা ক্রয়মূল্য প্রস্তাব করবেন, তবে সেই দর অবশ্যই 'সংরক্ষিত মূল্য' -এর কম হতে পারবে না।

(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)	(ঙ ও চ)	(ছ)
ক্রম. নং	লোন অ্যাকাউন্ট নং. দেনাদার(গণ)/ বন্ধকদার(গণ)/ জামিনদার(গণ)-এর নাম	আদায়ের নিমিত্তে বকেয়া অর্থাঙ্ক (সুরক্ষিত দেনা)	স্থাবরসম্পত্তি/ সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	দখলের ধরন	সমরক্ষণ মূল্য: বায়না জমা অর্থ	নিলামের তারিখ ও সময়
১.	লোন অ্যাকাউন্ট নং. - TL01DPU0000063995 **১. মেসার্স সুদীপ ইলেকট্রিক্যাল (ঋণগ্রহীতা)**, স্বত্বাধিকারী - দীপঙ্কর দাস। উত্তরপাড়া, গোপালপুর, কালী মন্দিরের কাছে, দুর্গাপুর, দুর্গাপুর পৌরসংস্থা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২১২ **২. শ্রী দীপঙ্কর দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা - অমূল্য দাস, উত্তরপাড়া, গোপালপুর, কাঁকসা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২১২। **৩. শ্রীমতি সুমিতা দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা)**, স্বামী - দীপঙ্কর দাস। উত্তরপাড়া, গোপালপুর, কাঁকসা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২১২।	বকেয়া পাওনা যা আদায়যোগ্য (সুরক্ষিত ঋণ) ০৩.০২.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৩৩,০৩,০৪২/- টাকা (তেত্রিশ লক্ষ তিন হাজার বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র); এর সাথে অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ, দণ্ডমূলক চার্জ, অন্যান্য চার্জ এবং আনুষঙ্গিক খরচ যুক্ত হবে।	পশ্চিম বর্ধমান জেলা, কাঁকসা থানা, গোপালপুর মৌজা, দুর্গাপুর এ.ডি.এস.আর অফিসের আওতাধীন সমস্ত জমি ও ভূখণ্ড; জে.এল.নং ৬৫, বর্তমান খতিয়ান নং ৬৩৪৮, এল.আর খতিয়ান নং ২৯৪৭, আর.এস প্লট এবং এল.আর প্লট নং... ৬১৩৫/৬৯১১ দাগ নম্বর, ৪ কাঠা আয়তনের জমি, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ: **উত্তরে-** বকুল মৈত্রের খালি জমি; **দক্ষিণে-** যমুনা মৈত্রের খালি জমি; **পূর্বে-** ২৪ ফুট চওড়া রাস্তা; **পশ্চিমে-** বিশ্বনাথ সরকার ও উত্তম মিস্ত্রির বাড়ি।	প্রতীকী দখল	৩০,৬০,০০০/- টাকা ৩,০৬,০০০/- টাকা	**১৮.০৭.২০২৬; সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত (প্রতিবার তিন মিনিট করে সময়সীমা অসীমভাবে বাড়ানোর সুযোগসহ)**

সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ: পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী
বিড বৃদ্ধির পরিমাণ (টাকায়): ১,০০,০০০/- টাকা
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ১৭.০৭.২০২৬

১. আগ্রহী অংশগ্রহণকারী/নিলামে অংশগ্রহণকারীদের https://bankauctions.in এবং www.foreclosureindia.com ওয়েবসাইটগুলি দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে। বিস্তারিত তথ্য, সহায়তা, প্রক্রিয়া এবং ই-নিলাম সংক্রান্ত অনলাইন প্রশিক্ষণের জন্য সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীরা শ্রী জয়ন্ত কর (৯৮৩০০০৫২৫০) এবং শ্রী অনুপম মল্লিক (৯৬৭৪৪৩৩৩৫৫)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
২. শর্তাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং ই-নিলামে অংশ নিতে অনুগ্রহ করে https://bankauctions.in/ & https://cholamandalam.com/news/auction-notices ওয়েবসাইটগুলি দেখুন অথবা শ্রী জয়ন্ত কর (৯৮৩০০০৫২৫০) ও শ্রী অনুপম মল্লিক (৯৬৭৪৪৩৩৩৫৫)-এর সাথে যোগাযোগ করুন।
এটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ ও ৯ নম্বর বিধি এবং ৯(১) নম্বর বিধির অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

তারিখ : ০১.০৭.২০২৬
স্থান : দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ

অনুমোদিত আধিকারিক
মেসার্স চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক

রেজিস্টার্ড অফিস: গ্রেপ গার্ডেন, নং ২৭, তৃতীয় "এ" ক্রস, ১৮ মেইন, ৬ ব্লক, কোরামঙ্গলা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, আঞ্চলিক অফিস: ঋষি টেক পার্ক, ৫ম তল, প্রেমিসেস নং ০২-০৩৬০, প্লট নং ডিএইচ-৬/২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউ টাউন, পো: রাজারহাট, থানা: নিউ টাউন (পুরনো রাজারহাট), কলকাতা ৭০০১৬০

জনস্বার্থে নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর অধীন সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল আসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন (সারফেসি আইন) ২০০২ এর সঙ্গে পঠনীয় প্রভিসো রুল ৮(৬) এবং ৯ এর অধীন জনস্বার্থে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লি:-এর অনুমোদিত আধিকারিক সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অনুসারে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। দেনাদার ও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, তারা যেন ব্যাঙ্কের নিকট নিম্নবর্ণিত বন্ধকীকৃত নিলামের জন্য সম্পত্তির জন্য বকেয়া অর্থাঙ্ক আদায়ের জন্য ব্যাঙ্কের তরফ থেকে **"যেখানে যে অবস্থায়" এবং "যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে নিম্নলিখিত তারিখে জনস্বার্থে নিলাম করা হবে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নং	দেনাদার/ সহ-দেনাদার/ জামিনদারের নাম	১৩-২ বিজ্ঞপ্তির তারিখ দাবি অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ	বর্তমান বকেয়া সুদ ৩০.০৬.২০২৬ অনুযায়ী	সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য ভারতীয় টাকায়	বায়নাকৃত অর্থ (ইএমডি) ভারতীয় টাকায় (সংরক্ষণ মূল্যের ১০ শতাংশ)	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	ইএমডির বিস্তারিত হিসাবখাত (ইএমডি) জমা হবে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুকূলে
১	৩৫৭২২১০১ ৮০০০০০০১ এবং ৩৫২৭২১৮৮ ৬০০০০০০৮	১. শ্রী বাচ্চু মোল্লা পিতা সবদেল মোল্লা ২. শ্রীমতি মোইলা ছাকিনা ওরফে মোজ্জাম্মত ছাকিনা বিবি ৩. শ্রীমতি সানুমা খাতুন স্বামী বাচ্চু মোল্লা	১৫.০৬.২০২৩ ২০,৮৫,২৩৯৮৪/-টাকা ১৫.০৬.২০২৩তারিখ অনুযায়ী	১৬.০৯.২০২৩	৪১,০৬, ৪৯৯.৯৪/- টাকা	০৯.০৭.২০২৬ সকাল ১০টা	১২,২৮, ০০০/- টাকা	১,২২,৮০০/- টাকা	২১.০৭.২০২৬ সকাল ১০টা	২০.০৭.২০২৬	ইএমডি জমা করতে হবে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক-এর অনুকূলে

সম্পত্তির বিবরণ/তালিকা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভোগালি নং ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বানিয়ারা মৌজা, ভাঙ্গার থানা, জে.এল. নং ৫৯, তৌজি নং ৫৬, রে.সা. নং ৫৪, আর.এস খতিয়ান নং ৫৮৬, এল.আর খতিয়ান নং ৩৮৪, আর.এস এবং এল.আর দাগ নং ১০৩৯-এ অবস্থিত প্রায় ৮ ১৪ ডেসিমেল পরিমাপের একটি সম্পূর্ণ ভূখণ্ড। সীমানা: উত্তরে- ধোনা মোল্লা। দক্ষি